যায়যায়দিন

তারিখ ... 26 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

47 Report

গ্রামের বৃত্তি ছিনিয়ে নিচ্ছে শহরের শিক্ষার্থীরা

শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরে কোটা ভিত্তিক জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে গ্রামের শত শত মেধাবী ছাত্রছাত্রী। অবহেলিত গ্রামীণ জনপদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ বৃত্তির কোটা ছিনিয়ে নিচ্ছে শহরের কথিত নামিদামি প্রাইভেট কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো। শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সরকার গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে কোটা ভিত্তিক বৃত্তির সুবিধা প্রদান করেছে। এতে প্রতি ইউনিয়নে পঞ্চম শ্রেণীতে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তির সুবিধা দেয়া হয় দুজন ছেলে ও দুজন মেয়ের জন্য। ট্যালেন্টপুলে উপজেলা পর্যায়ে ১০ জন করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। অন্যদিকে অষ্টম শ্রেণীর বেলায় শুধু উপজেলা পর্যায়ে কোটা রয়েছে সাধারণ গ্রেডে ১০টি ও ট্যালেন্টপুলে পাচটি। কিন্তু বাস্তবে এসব কোটা ভিত্তিক বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে গ্রামের শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, শহরের কথিত নামিদামি বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন স্কুল তাদের ছাত্রছাত্রীদের শুধু বৃত্তির জন্য গ্রামের স্কুলগুলোতে ভর্তি করে রাখে। এরপর ওইসব গ্রামের স্কুল থেকে সময়মতো বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য ফরম ফিলাপ করে পরীক্ষায় অংশ নেয়। সুবিধা বঞ্চিত গ্রামের ওইসব শিক্ষার্থী আধুনিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া শহরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। তাই গ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ বৃত্তি নিয়ে যায় শহরের শিক্ষার্থীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক জানান, এসব ব্যাপারে সরকারি শিক্ষা অফিসার, উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসাররাও অবগত রয়েছেন।

এদিকে কোটা ভিত্তিক বৃত্তির সুবিধা শহরের শিক্ষার্থী বা বহিরাগতরা নিয়ে যাওয়ায় এবং ৮ ও ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় জেলার নকলা উপজেলা থেকে ২১

শেরপুরে কোটা ভিত্তিক জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা

বহিরাগত শিক্ষার্থীর তালিকা দিয়ে স্থানীয় নয়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান ১৫ জানুয়ারি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপপরিচালক বরাবর লিখিত অভিযোগ পাঠিয়েছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, নকলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২০০৭ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় শেরপুর ও ময়মনসিংহের কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছে। এদের মধ্যে নকলা উপজেলার বারইকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে নয়জন, গৌড়দ্বার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ছয়জন, বানেশ্বদী খন্দকার পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ছয়জন বহিরাগত শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। ফলে ওই উপজেলার সচেতন অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।

ওই অভিযোগের ব্যাপারে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নকলা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বাবুল হাসান জানান, বিষয়টির তদন্ত হচ্ছে এবং অভিযোগের পর সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষক বরাবর চিঠি দেয়া হয়েছে সাত দিনের মধ্যে বহিরাগত শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য। ইতিমধ্যে গৌড়দ্বার উচ্চ বিদ্যালয় ও ঘারজান উচ্চ বিদ্যালয়ের দুটি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। সব রিপোর্ট পাওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। নকলা উপজেলার মতো শেরপুর সদর উপজেলাসহ অন্যান্য উপজেলাতেও একই কায়দায় বহিরাগত বা কোটার বাইরের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়ে আসছে বলে জানা যায়। ফলে জেলায় প্রতি বছর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা তাদের কোটার বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আক্তারুজ্জামান জানান, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বহিরাগত শিক্ষার্থীদের বিষয়টি আমার কানে এসেছে। কিন্তু লিখিত কোনো অভিযোগ আমার হাতে পৌছায়নি। এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।